

যুগান্তর

প্রিন্ট: ১৪ জুলাই ২০২৫, ১০:০৮ এএম

শিক্ষার্থী

ছাত্র রাজনীতিতে অচানকের প্রবেশ নিষিদ্ধের দাবি শিক্ষার্থীদের



জবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৩ জুলাই ২০২৫, ০৮:২১ পিএম



ছবি : যুগান্তর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। জবির দুই শিক্ষক ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগচাস) তিনি নেতার ওপর ছাত্রদল নেতাকর্মীদের হামলার পরই এ দাবি জানাল তারা।

রোববার (১৩ জুলাই) জবির ভিসি ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের আজীবনের জন্য বহিষ্কারের দাবি জানান। এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অছাত্রদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ ও হামলায় জড়িত অছাত্রদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যতায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হিঁশিয়ারি দেন তারা।

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ১০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মারফত বলেন, ‘এ ক্যাম্পাসে কোনোদিন শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার সাহস কেউ করেনি। ৫ আগস্টের আগেও আমাদের শিক্ষকের গায়ে কেউ হাত দেয়নি। ৫ আগস্টের পরে এসে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার সাহস তারা কোথায় পেল?’

তোফায়েল ইসলাম নাম আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আগে শিক্ষার্থীদের ট্যাগ দিয়ে ক্যাম্পাসে আসতে দিতো না। ট্যাগের রাজনীতি আবার শুরু হয়েছে। আগে দেওয়া হত শিবির ট্যাগ। এখন ছাত্রলীগ ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে। যারা জুলাইয়ে আহত হয়েছে, তাদের ট্যাগ দিয়ে ক্যাম্পাসে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।’

এর আগে, গত ১০ জুলাই বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রফিক বিন সাদেক রেসাদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ সম্প্রত্ততার অভিযোগ তুলে বিভাগে আটকে রাখে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। পরে তাকে মারধর শুরু করে। এসময় একই বিভাগের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. এ কে এম রিফাত হাসান এবং সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম তাকে রক্ষায় এগিয়ে এলে তাদেরকেও গালিগালাজ ও হামলা করে ছাত্রদলের নেতৃত্বকর্মীরা।

একই সঙ্গে শাখা বাগচাস সভাপতি মো. ফয়সাল মুরাদ, মুখ্য সংগঠক ফেরদৌস হাসান ও যুগ্ম-
আহবায়ক ফারুককেও ছাত্রলীগ ট্যাগ দিয়ে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি
করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।